১.১ ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট

পরিকল্পনা হলো অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার সোপান। পরিকল্পনা বলতে বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মকান্ডের মধ্যে সেতু বন্ধন সৃষ্টি করাকে বুঝায়। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা কৌশলগতভাবে বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে আসছে। অতীতের ধারাবাহিকতায় উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (২০০৯ ও ২০১১ সালে সংশোধিত) এর মাধ্যমে উপজেলাসমূহের জন্য একটি বার্ষিক এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে উপজেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদনের নিমিত্তে বিস্তারিত কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয় এবং উক্ত কার্যক্রমসমূহ সম্পাদনের জন্য সম্ভাব্য সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়। পরিকল্পনা প্রণয়নের শুরুতেই অগ্রাধিকারভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহকে বাস্তবায়নের সময়ক্রম অনুযায়ী সুনির্দিষ্টভাবে সাজাতে হয়। ফলে, সকল কার্যক্রম অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হয় এবং সমন্বিত উন্নয়ন সম্ভব হয়।

পরিকল্পনা প্রণয়নে জাতীয় উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুতারোপ করা প্রয়োজন। স্থানীয় উন্নয়ন যেন জাতীয় উন্নয়নের পরিপূরক হয় এবং তা জাতীয় উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম হতে সর্বাধিক সুবিধা অর্জন করতে পারে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রেখে উপজেলা পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে নিম্ন-উর্ধমূখী (নড়ঃঃড়স ঁঢ় ধঢ়ঢ়ৎড়ধপয) পদ্ধতি সর্বাধিক কার্যকরী বলে প্রমাণিত। বেলকুচি উপজেলায় বার্ষিকী এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে উক্ত নিম্ন-উর্ধমূখী (নড়ঃঃড়স ঁঢ় ধঢ়ঢ়ৎড়ধপয) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে উন্নয়ন চাহিদা চিহ্নিত করে অগ্রাধিকারক্রম প্রনয়ন করা হয়ছে। ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামে/মহল্লায় স্থানীয় জনসাধারণের সাথে মতবিনিময় করে তাদের চাহিদা অনুযায়ী স্থানীয় উন্নয়ন চাহিদাসমূহ নির্ধারণ করে। একইভাবে, প্রতিটি দপ্তর/অফিস স্ব-স্ব সেবা প্রার্থীদের সাথে মতবিনিময় করে, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণের সাথে আলোচনা করে এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাা প্রস্তাব করেন। উপজেলায় কর্মরত প্রতিটি দপ্তর/অফিসকে তাদের কর্ম এলাকার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পণা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে মতবিনিময় করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং সার্বিকপ্রক্রিয়া উপজেলা পরিকল্পণা প্রণয়নের জন্য গঠিত মূল কমিটি কর্তৃক সার্বক্ষণিকভাবে মনিটরিং ও সমন্বয় করা হয়।

পরিকল্পনা বই তৈরীর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় সমস্যার সমাধান এবং একটি গণতান্ত্রিক কার্যকর শক্তিশালী উপজেলা পরিষদ গঠন। বর্তমান সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প ২০২১ এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বিশেষভাবে বিবেচনায় এনে স্থানীয় জনগণের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে বেলকুচি উপজেলার বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। বেলকুচি তাঁত শিল্পে সমৃদ্ধ একটি উপজেলা। এছাড়াও, এখানে বিভিন্ন ধরণের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। শিক্ষা এবং সংস্কৃতিতে অগ্রসর এ উপজেলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে রয়েছে গৌরবোজ্জল ঐতিহ্য। যমুনা নদী বিধৌত এ উপজেলার সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড অধিকতর গতিশীল করা এবং সর্ব

সাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সু-সমন্বিত উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে বার্ষিক এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১.২ উপজেলা পরিচিতি

বেলকুচি উপজেলার মানচিত্র

(ক) আয়তন ও অবস্থান ঃ বেলকুচি উপজেলার আয়তন ১৬২.৫৪ বর্গ কিলোমিটার। বেলকুচি উপজেলাটি ২৪°১৩´ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৪°২২´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৩৭´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৮৯°৪৭´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। মূলতঃ যমুনা বাহিত পলল দ্বারা এ ভূমি গঠিত। এই উপজেলার দক্ষিণে শাহজাদপুর ও চৌহালী উপজেলা, দক্ষিণ-পূর্বে যমুনা নদী পার হয়ে টাংগাইল সদর ও কালিহাতী উপজেলা, পশ্চিমে কামারখন্দ ও উল্লাপাড়া উপজেলা এবং উত্তরে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা ও বঙ্গবন্ধু সেতু। সিরাজগঞ্জ জেলা শহর হতে সড়ক পথে বেলকুচি উপজেলার দুরত্ব প্রায় ২৫ কিলোমিটার।

(খ) উপজেলার ইতিহাসঃ ১৯৮৭ সালে জনাব সিরাজ চৌধুরী বড়বাজু পরগনার সাত আনা ক্রয় করে জমিদারী পত্তন করেন। বেলকুচি ছিল সে সিরাজগঞ্জ জমিদারীর রাজধানী। যমুনার করাল গ্রাসে কয়েকবার জমিদারী নিশ্চিহ্ন হয়েছে। আইয়ুব খানের আমলে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে বেলকুচিতে থানা সার্কেল অফিসার এবং স্বাস্থ্য অফিসারের পদ সৃষ্টি হয়। মুলতঃ ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া এবং সিরাজগঞ্জ থানাসমূহ হতে ১০৮টি মৌজা সমন্বয়ে বেলকুচি থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে বেলকুচি মৌজায় এর কার্যক্রম আরম্ভ হয় এবং কার্যালয় স্থাপিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থান আওতায় এ থানা ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে বেলকুচি মান উন্নীত থানা হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে এটি উপজেলা হিসেবে মর্যাদা পায়। বর্তমানে বেলকুচি উপজেলা একটি পৌরসভা, ০৬ টি ইউনিয়ন, ১০৯ টি মৌজা এবং ১৫১ টি গ্রাম নিয়ে গঠিত।

গ) ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ঃ

ছবিঃ কবি রজনীকান্ত সেন ও সুচিত্রা সেনের স্মরণে নির্মিত পাঠাগার

বেলকুচি উপজেলার অদূরে সেন ভাঙ্গাবাড়ী গ্রাম। বাংলার বিখ্যাত কবি রজনী কান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০) এ গ্রামটিতেই বসবাস করতেন। বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতে তার অবদান অতুলনীয়। বাংলার প্রখ্যাত চলচ্চিত্র শিল্পী (প্রয়াত) সুচিত্রা সেন এই গ্রামেরই মেয়ে ছিলেন। সুচিত্রা সেন তার মাতুলালয়ে ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামেই ১৯৩১ সালের ৬ এপ্রিল তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালে তাদের স্মরণে ভাঙ্গাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন স্থানে একটি পাঠাগার ও স্মৃতি সংরক্ষণাগার স্থাপিত হয়।

কিভাবে যাওয়া যায়ঃ

সিরাজগঞ্জ সদর থেকে বাস/সি.এন.জিতে যোগে চালা গ্যারেজ নামক স্থানে নামতে হবে। সেখান হতে রিক্সা বা ভ্যান যোগে ভাঙ্গাবাড়ী ইউনিয়নের সেন ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে অবস্থিত পাঠাগার ও স্মৃতি সংরক্ষণাগারে যাওয়া যায়। চালা গ্যারেজ হতে পাঠাগার ও স্মৃতি সংরক্ষণাগারের দুরত্ব প্রায় ০৩ কিলোমিটার।

ঘ) সম্ভাবনাময় তাঁত শিল্প

ছবিঃ বেলকুচি উপজেলার তাঁত শিল্প

বর্তমান অবস্থাঃ বেলকুচি উপজেলা তাঁত শিল্পের জন্য বিখ্যাত। হস্তচালিত তাঁতের (হ্যান্ড লুম) পাশাপাশি যন্ত্রচালিত তাঁতে (পাওয়ার লুম) শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা ইত্যাদি তৈরি হয়। বেলকুচি উপজেলায় পোঁছলেই তাঁতের খটাখট শব্দ নবাগতদের স্বাগত জানায় এবং এর তাঁত শিল্পের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সাশ্রয়ী দামঃ এখানে প্রস্তুতকৃত তাঁতের লুঙ্গি, শাড়ীর দাম অন্যান্য দেশী-বিদেশী গার্মেন্টসে তৈরীকৃত তাঁতের লুঙ্গি, শাড়ীর দামের চেয়ে অনেক কম। তাই এ লুঙ্গি ও শাড়ীর চাহিদা অনেক বেশি।

উপকারিতা/উপকারভোগীঃ দাম কম হওয়ায় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ব্যবসায়ীগণ এখান থেকে লুঙ্গি ও শাড়ী ক্রয় করে থাকেন। তাছাড়া বিভিন্ন জেলা থেকে এসে শ্রমিকগণ এখানে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

বর্তমান বাজারঃ ঢাকাসহ বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতে এ লুঙ্গি ও শাড়ী বিক্রি হয়ে থাকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাইকারী ও খুচরা ব্যবাসায়ীরা এসে লুঙ্গি ও শাড়ী ক্রয় করেন। উত্তরাঞ্চল সহ দেশের বিভিন্ন জেলার মানুষের কাছে এটি সুপরিচিতি লাভ করেছে। প্রথম আলো সহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ায় এর চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কর্মসংস্থান তৈরীঃ এই লুঙ্গি ও শাড়ী শিল্পে কাজ করে অনেক বেকার যুবক তাদের বেকারত্ব দূর করতে সক্ষম হয়েছে। অনেক দিনমজুর/ব্যবসায়ীরাও এই তাঁত শিল্পে কাজ করেন।

আশা ব্যঞ্জকঃ তাঁত শিল্প উপজেলা সহ আশেপাশে অন্যান্য এলাকায় ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। লুঙ্গি ও শাড়ী ব্যবসা করে অত্র এলাকার লোকজনের দারিদ্রতা ঘুচেছে এবং অর্থনৈতিক সফলতা লাভ করেছে। ইতোমধ্যে অনেক এন.জি.ও, ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বেলকুচির তাঁত শিল্পে বিনিয়োগ করেছে।

ঙ) সম্ভবনাময় কৃষি ঃ চরাঞ্চলের ডাল জাতীয় ফসল, গম ও সব্জি ইত্যাদি।

ডাল জাতীয় ফসল বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রধান খাদ্য শস্য ধান উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে এদেশের কৃষকগণ ডাল জাতীয় ফসল উৎপাদন একরকম বন্ধই করে দিয়েছে। তাই প্রতিবছর বাইরের দেশ হতে প্রচুর পরিমাণ ডাল আমদানী করতে হয়। বেলকুচি উপজেলার চরাঞ্চলে ৫,১০০ হেক্টর আবাদযোগ্য জমি রয়েছে। এখানে মাসকালাই, মসুর, খেসারী ব্যপকভাবে চাষ হয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে দেশের জন্য এটা আশার কথা। চরাঞ্চলে উল্লেখযোগ্য আরেকটি ফসল গম। বর্তমানে গম চাষের এলাকা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া সবজি ফসলের দিকেও কৃষকদের বেশ নজর রয়েছে।

চরাঞ্চলে ডাল, গম ও সবজি চাষের সমস্যা সমূহঃ অনুন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি, প্রযুক্তি ব্যবহারে সচেতনতার অভাব, উফশী জাতের অভাব, বাজারজাতকরণের সমস্যা সহ সঠিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাব এসব ফসল চাষাবাদ সম্প্রসারণের প্রধান অন্তরায়।

সম্ভবনাঃ ভাল জতের ব্যবহার, উন্নত কলাকৌশলের প্রয়োগ, সুষম সারের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, বিশুদ্ধ ও মান সম্মত বীজ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, বাজারজাতকরণের সুবিধা এসব ফসলের চাষাবাদ সম্প্রসারণে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করা যায়।

করণীয়ঃ কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা, উন্নত জাত ও প্রযুক্তি, বিশেষ করে সুষম সারের ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা ও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে ব্যপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

আশার কথাঃ বেলকুচি উপজেলা যমুনা নদী বিধৌত একটি উর্বর ভূমি। উপজেলার ০৪ টি ইউনিয়নের ০৭ টি ব্লকের ৬,৬৩০ হেক্টর জমি চরাঞ্চলের আওতায়। যার মধ্যে ৫,১০০ হেক্টর জমি আবাদযোগ্য। প্রতিবছর বর্ষায় এইসব চরাঞ্চলের মাটিতে প্রচুর পলি পড়ে এবং মাটির উর্বরা শক্তি বেড়ে যায়। আর এই উর্বরমাটি রবিশস্য চাষের জন্য খুবই উপযোগী হয়ে উঠে। এরই মধ্যে এসব রবি শস্য চাষে ব্যাপক সাড়া পড়ে গেছে। উপজেলা কৃষি অফিসের কর্মকর্তাগণের নিয়মিত তদারকী, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শ কেন্দ্রে পরামর্শ ও উঠান বৈঠক, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনায় কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণের ফলে এসব ফসলের চাষাবাদ দিনদিন বেড়েই চলছে।

১.৩ পরিকল্পনা বই প্রণয়নের উদ্দেশ্য

Information is power. তথ্য প্রযুক্তির যুগে যার কাছে যত তথ্য আছে, সে তত বেশী সমৃদ্ধশালী। সে সূত্র ধরেই বেলকুচি উপজেলা পরিষদের পরিকল্পনা বই প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিকল্পনা বইটি অত্র উপজেলার একটি তথ্য ভান্ডার, সেহেতু এটি উপজেলার সকল দপ্তর, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদসহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের কাজ কর্মে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। পরিকল্পনা বই বেলকুচি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়নের একটি দলিল। আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য যে সকল উন্নয়ন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা দরকার, তারই একটি সুসমন্বিত রূপায়ন এ পরিকল্পনা দলিল। এর যথাযথ বাস্তবায়ন ভবিষ্যতের উন্নয়ন যাত্রাকে নতুন মাত্রা প্রদান করবে এবং অত্র উপজেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন গতিশীলতা আনবে। জাতীয় অগ্রতির সাথে সমন্বয় রেখে এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধনের জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে বেলকুচি উপজেলা পরিষদ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। অত্র উন্নয়ন দলিলের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন-

(ক) বেলকুচি উপজেলার জনগণের প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং স্থানীয় সম্পদ অর্জনের মাধ্যেমে গৃহীত পরিকল্পনার আলোকে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা

(খ) বেলকুচি উপজেলার সবার (স্টেক হোল্ডার) অংশগ্রহণে এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বেলকুচি উপজেলা পরিষদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধি;

(গ) স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী সেবা সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষে জাতি গঠণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে উপজেলা পরিষদের অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করা;

(ঘ) পরিকল্পিত সেবা ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এলাকার সেচ ব্যবস্থাপনা, শস্য, প্রাণি সম্পদ, মৎস্য ইত্যাদির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা;

(ঙ) পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠির উন্নয়নের লক্ষে পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করা এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা;

(চ) অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;

(ছ) শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন ভাবনা বাস্তবায়ন করা। শিক্ষার গুণগত উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি, কারিগরী শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসার এবং তথ্য প্রযুক্তির বিকাশের মাধ্যমে যুগোপযোগী ভবিষ্যত নাগরিক গড়ে তোলা;

(জ) সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মাঝে উন্নয়ন চিন্তার ক্ষেত্রে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করা। এন.জি.ও, ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডকে একটি সুসমন্বিত রূপ প্রদান করা।

(ঝ) উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার করে সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা;

(ঞ) জনগণের নিকট উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমকে গণতান্ত্রিক, অংশ গ্রহণমূলক, স্বচ্ছ ও জবাবদীহিমূলক করা।

১.৪ উপজেলা তথ্য ও পরিকল্পনা বই প্রণয়নের ধাপ সমূহ

স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৪২ নং অনুচ্ছেদে জনঅংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নের বিধান রয়েছে। সে লক্ষে বেলকুচি উপজেলা পরিষদের জন্য একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বেলকুচি উপজেলার জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা একাডেমীর সহযোগীতায় উপজেলা গর্ভন্যান্স প্রজেক্ট এর অর্থায়নে ৪ (চার) জন কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পরিষদের সকল সদস্য এবং কর্মকর্তাদের নিয়ে পর্যালোচনা সভা করা হয়। উক্ত সভায় বিস্তারিত কর্মপরিকল্পণা গ্রহণ করা হয় এবং অত্র উপজেলায় কর্মরত সকল দপ্তর/অফিস এবং ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও এন.জি.ও কে গাইড লাইন মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক তথ্য সরবরাহের জন্য অনুরোধ করা হয়। পরিকল্পনা প্রণয়নের অংশ হিসেবে স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে সকল হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের তথ্য ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও অ-হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের তথ্য ও পরিকল্পনা সংগ্রহ করা হয়। এরপর পরিকল্পনা ও বাজেট কমিটি উল্লেখিত পরিকল্পনা ও তথ্য নিয়ে পরপর কয়েকটি সভার মাধ্যমে একটি খসড়া পরিকল্পনা ও তথ্য বই প্রণয়ন করেন। অতঃপর, উক্ত খসড়া পরিকল্পনা বইটি পরিষদের বিশেষ সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং কিছু সংশোধনী সাপেক্ষে তা অনুমোদন করা হয়। পরিকল্পনা ও তথ্য বইটি তৈরী করতে পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নিম্নে উল্লেখিত ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে বেলকুচি উপজেলা পরিষদ প্রথম বারের মত একটি বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বই প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ ও পরিকল্পনা প্রণয়নের সাংগঠনিক প্রক্রিয়া

(ক) পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কর্মশালা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পরিষদের সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে উপজেলা পরিষদের দক্ষ ও যোগ্য সরকারী কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়।

(খ) পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটিতে সম্পদের উৎস এবং অর্থ প্রবাহ পর্যালোচনা করা হয়। উক্ত পর্যালোচনা সকল দপ্তর/অফিস/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/ ইউনিয়ন পরিষদের পরিকল্পনা প্রনয়ন ও অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নির্দেশক (Guide line) হিসেবে কাজ করে।

(গ) উপজেলা পরিষদ ষ্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে খাত ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও চাহিদা নিরূপণ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সীমিত সম্পদের ব্যবহারে সমন্বিত উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করা হয় এবং মূল কমিটিতে যাচাই-বাছাইয়ের জন্য প্রেরণ করা হয়।

(ঘ) সকল ইউনিয়ন পরিষদ অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে পরিষদের অনুমোদনক্রমে স্থানীয় উন্নয়নের অগ্রাধিকার তালিকা "তথ্য ও পরিকল্পনা প্রণয়ন" কমিটিতে প্রেরণ করে।

(ঙ) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সকল এন.জি.ও তাদের গৃহীত কার্যক্রম এবং উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ উপরোক্ত কমিটিতে প্রেরণ করে।

(চ) তথ্য ও পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি প্রাপ্ত সকল তথ্য এবং উন্নয়ন প্রস্তাবনা পর্যালোচনা করে। দ্বৈততা পরিহারের লক্ষে একীভূত উন্নয়ন প্রস্তাবনাসমূহ সকল অফিস/দপ্তর/প্রতিষ্ঠান প্রধানের উপস্থিতিতে প্রকাশ করা হয় এবং বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। যাচাই-বাছাই শেষে কমিটি একটি খসড়া প্রস্তাবনা পরিষদের সভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করে। পরিষদের সভায় বিস্তারিত আলোচনা এবং যাচাই-বাছাই শেষে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়।

১.৫ বার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রণয়নের সীমাবদ্ধতা সমূহ

বেলকুচি উপজেলার পরিকল্পনা বই প্রণয়ন করতে গিয়ে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন-

(ক) ২০১৩-১৪ অর্থ বৎসরের মাঝামাঝি সময়ে পরিকল্পণা বই প্রস্তুত করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করায় চলতি অর্থবছরের সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে, ২০১২-১৩ অর্থ বছরের তথ্যাবলীকে ভিত্তি ধরে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে।

(খ) চাহিদার তুলনায় সম্পদের পরিমাণ কম থাকায় প্রকল্প বাছাইকরণে বেশ বেগ পেতে হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ তথ্য সম্ভার

ভূমিকাঃ বেলকুচি যমুনা নদী বিধৌত একটি উপজেলা। প্রমত্তা যমুনা নদী বেলকুচির একটি ইউনিয়নের সম্পূর্ণ অংশের এবং চারটি ইউনিয়ন ও পৌরসভার কিছু অংশের উপর দিয়ে প্রবাহিত। উপজেলার পশ্চিমাংশ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ দ্বারা সংরক্ষিত। অপেক্ষাকৃত উন্নত এ অংশ তাঁত শিল্প এলাকা নামে খ্যাত। পূর্বাংশ বন্যা ও নদী ভাঙ্গন কবলিত অনুন্নত। একে চরাঞ্চল এলাকা বলা হয়। এখানকার মাটি বেলে ও বেলে দো-আঁশ। বিল ও চরাঞ্চল বলে অনেক কিছু যেমন নেই, আবার অনেক কিছু আছেও, যা অনেকের নেই। আধুনিক নগর না হলেও নাগরিক সুবিধা ও জীবন যাত্রার মান পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে ভালো। সৌর বিদ্যুৎ, মোবাইল, উন্নততর শিক্ষা ইত্যাদি এ এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছে।

বেলকুচি উপজেলার বিদ্যমান অবকাঠামো, প্রতিষ্ঠান ও সরকারী বিভিন্ন বিভাগের উপজেলার খাতভিত্তিক তথ্যে এই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। উপজেলায় কর্মরত বিভিন্ন বেসরকারী সংগঠনের কার্যক্রমও এখানে আলোচনা করা হয়েছে। সারণীতে প্রদত্ত তথ্যাবলী নাগরিকদের উপজেলা পরিষদে সরকারের হস্তান্তরিত ও অ-হস্তান্তরিত বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রম ও সেবা সম্পর্কে জানতে সহায়তা করবে। কর্ম পরিকল্পনা করতে গিয়ে এই সকল তথ্য হালনাগাদ রাখার প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করেছি। পরিবর্তীতে এই সকল তথ্য পরিকল্পনা প্রস্তুত প্রক্রিয়াকে আরো ফলপ্রসূ করবে।

২.১ উপজেলার সাধারণ তথ্য

এক নজরে বেলকুচি উপজেলা

উপজেলার জনসংখ্যা, আয়তন, ভোটার, প্রশাসনিক একক ইত্যাদি বিষয় একটি সারণীতে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকঠামো, কৃষি ও সেচ , মৎস্য, ভূমি, খাদ্য প্রভৃতি একাধিক সারণীতে তথ্য প্রদান করা হয়েছে। ১৬২.৫৪ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের বেলকুচি উপজেলার মোট জনসংখ্যা ৩,৬৭,৩৩৭ জন।

সাধারণ তথ্য		
ক্রঃ নং	**বিবরণ**	**তথ্য**
•	উপজেলার সীমানা	বেলকুচি উপজেলাটি ২৪°১৩' উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৪°২২' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৩৭' পূব্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৮৯°৪৭' পূব্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। মূলতঃ যমুনা বাহিত পলল দ্বারা এ ভূমি গঠিত। এ উপজেলার দক্ষিণে শাহজাদপুর ও চৌহালীর এনায়েতপুর, দক্ষিণ-পূব্বে যমুনা নদী পার হয়ে টাংগাইল সদর ও কালিহাতী, পশ্চিমে কামারখন্দ ও উল্লাপাড়া উপজেলা এবং উত্তরে সিরাজগঞ্জ সদর ও বঙ্গবন্ধু সেতু।
•	উপজেলার আয়তন	১৬২.৫৪ বর্গ কিঃ মিঃ।
•	জেলা সদর হতে দুরত্ব	২৫ কি.মি. ।
•	জনসংখ্যা	৩,৬৭,৩৩৭ জন। (পুরুষ-১,৮৭,১৩৭ জন, মহিলা- ১,৮০,২০০ জন)
•	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১.৮৭ %
•	জনসংখ্যার ঘনত্ব	২২২১ জন (প্রতি বর্গ কিলোমিটার)

•	নির্বাচনী এলাকা	৬৬ সিরাজগঞ্জ-৫ (বেলকুচি-চৌহালী)
•	ভোটার সংখ্যা	২,১৫,৯৮৫ জন (পুরুষ- ১,১১,১১৬ জন, মহিলা- ১,০৪,৮৬৯ জন)
•	পৌরসভা	১ টি (আয়তন- ১৯.৩০ বর্গ কি.মি.)
•	ইউনিয়ন	০৬ টি
•	মৌজা	১০৯ টি
•	গ্রাম	১৫১ টি
•	ডাক বাংলো	০১ টি
•	ব্যাংক শাখা	১৫ টি
•	সরকারী খাদ্য গুদাম	০১ টি
•	টেলিফোন এক্সচেঞ্জ	০১ টি

সাধারণ তথ্য

ক্রঃ নং	বিবরণ	তথ্য
•	পাঠাগার	০১ টি
•	বেকার যুবক	৪৩,১৯৭ জন (মোট ভোটারের ২০%)
•	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	০১ টি
•	কমিউনিটি ক্লিনিক	টি
•	পাকা রাস্তা	১১৩.৭১ কি. মি.
•	কাঁচা রাস্তা	২০৩.৮ কি. মি.
•	জলাশয় (খাস পুকুর)	০৭ টি।
•	আশ্রয় প্রকল্প	০১ টি (সুবিধাভোগী- ৬৮ জন)
•	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র	০৬ টি
•	মোট কৃষি জমি	১৩,০০০ হেক্টর
•	মসজিদ	টি।
•	মন্দির	টি।
•	পোষ্ট অফিস	০৭ টি
•	গাব-রেজিষ্টার অফিস	০১ টি
•	পশু হাসপাতাল	০১ টি
•	মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৬ টি
•	মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩১ টি (নিম্ন মাধ্যমিক-০৪ , মাধ্যমিক- ২৭টি)
•	কলেজ	১১ টি
•	কারিগরি কলেজ	-
•	ফাজিল মাদ্রাসা	০৪ টি
•	দাখিল মাদ্রাসা	০৭ টি
•	কারিগরি স্কুল	- টি
•	শিক্ষার হার	%
•	নদীর সংখ্যা	০২ টি (যমুনা ও হুরাসাগর নদী)
•	ইউনিয়ন ভূমি অফিস	০৪ টি।
•	খেলার মাঠ	০৪ টি
•	বেসরকারী সংস্থা (NGO)	১৫ টি
•	মোট নিবন্ধিত সংগঠন	৪৮৯ টি
•	ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	টি।
•	খাস জমির পরিমাণ	১০৭১.৫১ একর (কৃষি+অকৃষি)।

তথ্য সূত্র ঃ আদম শুমারী-২০১১, বাংলা পিডিয়া, বেলকুচি উপজেলার একাল ও সেকাল।

তথ্য বিশ্লেষণ ঃ সিরাজগঞ্জ জেলা সদর থেকে বেলকুচি উপজেলার দুরত্ব প্রায় ২৫ কি. মি.। সড়ক পথে সিরাজগঞ্জ সদর থেকে বাস/সিএনজি যোগে অতি সহজে বেলকুচি উপজেলায় যাতায়াত করা যায় এবং সময় লাগে সর্বোচ্চ ০১ ঘন্টা। বেলকুচি উপজেলা মোট জনসংখ্যা প্রায় ৩,৬৭,৩৩৭ জন (পুরুষ-১,৮৭,১৩৭ জন, মহিলা- ১,৮০,২০০ জন)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় ১.৮৭ % যা জাতীয় হারের চেয়েও ০.৪৮% বেশি। বেলকুচির মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯৬.৯৪ % মুসলিম, ৩.০৩ % হিন্দু, ০.০৩% অন্যান্য। তাঁত শিল্পের জন্য জনসংখ্যা ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ২২২১ জন যাহা ঘনবসতিপূর্ণ হিসেবে অত্র উপজেলাকে চিহ্নিত করেছে। শিল্প নির্ভরএই উপজেলায় মোট আবাদী জমির পরিমাণ প্রায় ১৩,০০০ হেক্টর।

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.